নদীর সঙ্গে দেশের ভাগ্য

বছরে নদীভাঙনে গৃহহারা ৫৫ হাজার পরিবার: প্রতিমন্ত্রী

আনন্দবাজার প্রতিবেদক

নদীকে তার গতিতে চলতে দিতে হবে। বন্যা সবসময় খারাপ নয় অনেক ভালো কিছুও সেখানে থাকে। আমরা নদীকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক, জলবায়ু, সামাজিকসহ সবক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি। দেশের প্রতিটি নদীকে ড্রেজিং করা হবে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যারা ১০০ বছরের প্লান করেছে।

'বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন: অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এভাবেই নদীকে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি ডেল্টা প্ল্যানের বিষয়ে বলেন, ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী ১০০ বছরের জন্য পরিকল্পনার চিন্তা করেন। ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বরে

নদী না থাকলে কেউ থাকবো না

——ড. বিনায়ক সেন

কাজ শেষ হয়। যেখানে সবার চিন্তা-ভাবনাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত পানিব্যবস্থায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি ডেল্টা প্লানে এটি ঠিক নয়। সেখানে আর্থ-সামাজিক, পানিব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়টিও প্রধান্য দেয়া হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা এটিতে মতামত দিয়েছেন। তারা দেশে-বিদেশে কাজ করেছেন। ডাচ অ্যাম্বাসিকে যুক্ত করা হয়েছিল। তারা প্রজেক্ট বাতিল করতে চেয়েছিল। আমরা তাদের ড্রাফটি মূল্যায়ন করিনি। এ নিয়ে অনেক মান-অভিমানের অবস্থা সৃষ্টি হয়।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর ৫৫ হাজার পরিবার নদীভাঙনে গৃহ হারান। এই সমস্যা আমাদের আহত করে। আমরা প্রকৃতিকে তার রূপে থাকতে দিয়েছি। ডেল্টায় নদীভাঙন ঠেকাতে ৮০টি প্রজেক্ট নেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ১৭টি বাস্তবায়ন হচ্ছে। আগামী দিনে ডেল্টা প্লানেই যেতে হবে বলে মনে করেন মন্ত্রী। সেই সঙ্গে প্রয়োজনে সংশোধন করা হবে বলেও জানান। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট দেখুন ২ এর পাতা

নদীর সঙ্গে দেশের ভাগ্য

অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) আয়োজিত সেমিনার গতকাল বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটির আগারগাঁওস্থ নিজস্ব কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে।